ঘরের তালা – রিপলু চৌধুরী

মনের মাঝে ভাব আসেনা
লিখব কি কবিতা
ঘরের মাঝে বন্দী হয়ে
জীবন হলো তিতা।

লিখতে চাই ছন্দের কথা
পাইনা প্রাকৃতির দেখা ঘরে বন্দী হয়ে একা
মন ছুটে আঁকাবাকা।

না পাই ফুলের সুভাষ
না পাই মুক্ত বাতাস
ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে
বন্ধ হছে নিঃশ্বাস।

দুই হাজার বিশ সালের করোনা মানুষ তোমাকে ভুলবে না
ঘরে মাঝে বন্দী করে
তুমি করলে স্বাধীন জেল খানা।

ইতিহাসের পাতার মধ্যে
থাকবে তুমি স্মৃতি হয়ে
সেই কথা মনে পড়িলে
কাঁদবে সবাই সেই ভয়ে।

এক ফোটা জল – মোছাঃ ইসরাত জাহান (ইভা)

প্রিয়তম,
তুমি রাখনি আমার একটি কথার দাম।

পারবে কি দিতে?
ওই এক ফোটা,
চোখের জলের দাম!
দিগন্তের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা সেই একটি মেয়ে আমি। কিভাবে পারবে ভুলে থাকতে,
দিতে ভিন্ন দিকে পাড়ি।
রোদ্দুরে যেমন মাটি ভেঙে যায়।
ভেঙেছো আমার মন।
র্দূভাগ্যতো আমার ছিল
বুঝছি এখন।
ফোটাই ফোটাই দিন রজনী,
কাটছে আমার জানি।
পারবে কি ঝরাতে ওই এক ফোটা জল? আমাকে বুকে টানি।
করলে কেন এমন তুমি?
পারলে ভুলে যেতে!
তোমার দেওয়া কাঠমল্লিকা
আজও তো রয়েছে জেগে।
দিবানিশি দেখি যখন,
নয়ন ভাসে জলে।
বসন্তের সেই দক্ষিণ হাওয়ায়, কাঠমল্লিকা দোলে।
নেমেছিলে জানি আমার আকাশে, ঢেলে গেছো কালো মেঘ।
রং তুলি দিয়ে একে রেখেছি, কালো মেঘের সেই বেগ। পরিশেষে শুধু একটি কথা বলবো তোমায় ডাকি।
সাক্ষী আছে ওই এক ফোটা জল, তোমায় কতোটা ভালোবাসি।

সস্তা জীবন – নাসিম আহমেদ

প্রেম করা আর বিয়ে করা সমান কথা নয়
বেকারকালে করলে বিয়ে জীবন হবে ‘গয়’!
পেটের খোরাক,দেহের ক্ষুধা একই সাথে হাঁটে
তাইতো নায়ক হিরোটাও যায়, ‘নিড়ানি’ হাতে মাঠে।

ক’দিন পরে বউয়ের বমি;হাসপাতালে গেলে
সনোগ্রাফি করেই দেখি বউয়ের পেটে ছেলে।
দাদা মশাই হেসে বলে, কী দারুণ ওরে বাব্বা, ন’মাস পরেই সিজার শেষে ছেলে ডাকে আব্বা!

আদর করতেই ছেলে আমার, মুখে দিল মুতে
নোনতা প্রসাব; থু থু করি ঠান্ডা জলে ধুতে! ছেলের মাতা লকডাউনে; মন ছুটে যায় দূরে ছেলের পিতা বলেই, ময়নার মুখখানা যায় ঘুরে!

ময়না আমার কইনা কথা, অন্য খাঁচায় বন্দি সস্তা জান-এ হয়না পিরীত, নড়বড়ে এক ফন্দি! এখন আমি যন্ত্রমানব জীবন আমার পণ্য
ঘুরতে যাবো তাও পারিনা; জীবন যেন বন্য।

পিতার যত্ন,মাতার যত্ন,বউ ছেলেটার বায়নায়
মুখ দেখি না টাকা দেখি, বাড়ীর বড় আয়নায়।
কাজ কাজ করে, এখন আমার মাজা ব্যথা গুরু
সস্তা জীবন কাটছে ভালোই; বুকটা দুরু দুরু!

স্বার্থ লোভে – মোঃ নাঈম হাসান

চুরি করার আগে একটু
এদের দিকে দেখ

তুমি যদিও ভাত পাও
মানবতা কি বলে শিখো!

তোমার চুরির কিছু চালে হয় তো ভালো হলো
কিছু লোকের অন্য শেষ ক্ষুধায় প্রাণটা গেল!

চেটে পুঁটে শেষ ভাতটি গৃহের অন্য শেষ
তুমি আছো নিজের তালে এই বলে সোনার বাংলাদেশ!

কষ্ট হয়- ব্যথ্যা লাগে বুক পাঁজরে অতি
সর্বদা নিজের চাও
হয়ে যাক অন্যের ক্ষতি!

স্বার্থ লোভে নিজে গড়ে
চাও না ভালো কারো
চুরি হোক আর যায় হোক
নিজের টা হলেই হলো!

চির চেনা সেই তুমি – রাব্বি পারভেজ

কেন জানি না?
তোমায় খুব চেনা মনে হয়।
মনে হয় যেন,
অন্তত কাল ধরে চিনি তোমায়।

তুমি কি আমার
স্বপ্নে দেখা সেই রাজকুমারী,

যার জন্য এতো প্রতিক্ষা।

মনে হয় যেন হাজার বছর ধরে
পথ চেয়ে আছি শুধু তোমার।
কেন এতো চেনা মনে হয় তোমায়
তুমি কি সেই চির চেনা,
আপন জন আমার।

জানো কি তুমি – আরোহী ইসলাম

একজোড়া চোখ
তোমার অপেক্ষায় জানো কি তুমি,
আমি তোমার অপেক্ষায় আছি।
হয়তো কোনো বৃষ্টিমুখর দিনে আসবে তুমি মেঘের ভেলায় ভেসে।
হয়তো সঙ্গে আনবে আমার জন্য মেঘলা আকাশ।
আর একটা লাল গোলাপ!!

জানো কি তুমি আমি ঐ আকাশটা ছুতে চাই,
আকাশের বুক চিড়ে ছড়িয়ে পড়া রক্তিম সূর্যের আলো মুঠো ভরে নিতে চাই।

জানো কি তুমি,
এই শ্যামল প্রান্ত থেকে তোমার জন্য কুড়িয়ে আনতে চাই সুখ!
আঁচল ভর্তি সুখ নিয়ে হাটতে চাই বাকি পথ।

জানো কি তুমি?
তোমার হৃদয় আঙ্গিনায় ডানা মেলে উরতে চাই আমি।
তোমার বুকের খাঁচায় বন্দি হতে চাই আজীবন।

জানো কি তুমি?
আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে চাই।
যুগ যুগান্তর ভালোবাসতে চাই তোমায়।

রংবাহারী – আনিতা

জীবনতো বাহারী রং ঝনা যার ছুটে চলার গতি নিমিত্ত মাত্র। হয়ত তা বয়ে চলে অনন্ত পথ ধরে।
কখন যে সে কোন পথে প্লাবিত হবে তা হয়তো
ওর নিজেরও অজানা গোলক ধাধা।

তবে উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ও বেয়ে চলেছে আপন গতিতে।
কেনও ছুটছে তা অথহীন অজানা?
ও কী তবে এই ভাবে যে!
ওর এই চলমান পথই ওকে মিলিয়ে দিবে মহা সমুদ্রের সীমানায়।

হুম স্বপ্ন টা হয় অবিরাম ছুটে চলার গতিতে,
তবে উদ্দেশ্যহীন জীবটা ও একটা সময়
নিজের উদ্দেশ্যটা পেয়েই যায়?

তোমারি স্বপ্নে মাতি – অভি দে শিবা

প্রথম প্রেমের রঙিন সুবাসে
পারির প্রেমেতে পড়ি,
দিনের আলোতে আঁধার কালোতে
ভাসায় জীবন তরী।

বেলা অবেলায় কাব্য রাঙায় সোনালি গল্প লিখি,
তোমারি স্পর্শে হৃদয় হর্ষে প্রেমের মন্ত্র শিখি।

প্রথম চুমুতে প্রেম শিহরণ

তটিনীর বুকে ঢেউ,
চোখের পলকে স্বপ্ন ঝলকে তুমি বিনা নেয় কেউ।

সোনালি দিনের শুভ্র আলোটা তোমাকে দেখেই ফিরে,
তুমি হীন আজ হাতে নেয় কাজ
পীড়ায় ধরেছে ঘিরে।

হৃদয় পাড়ায় সুখেরে তাড়ায়
কষ্ট হয়েছে সাথি,
তোমার স্মৃতিরা দিয়ে যায় সাড়া
তোমারি স্বপ্নে মাতি।

নিশাচরী – এ সুমাইয়া

আমার দিনের আকাশ ভালো লাগেনা
কাছে টানে না।
আকাশের দিকে তাকালে চোখ ঝলসে ওঠে
আমার তো রাতের আকাশ পছন্দ।

মনের ইচ্ছে গুলো ডানা মেলে ওঠে
কখনো কখনো দিনের মেঘলা আকাশ।
আমাকে বিপাকে ফেলে দেয়,
আবছায়া আধার নাকি কালো চাদরের আদর।

শরীর ছুঁয়ে যাওয়ার আগে থমকে যায় বাতাস, তুমি সেই দিনের আকাশের মতো।
বেঁচে থাকার জন্য জরুরি,
অথচ আমি নিশাচরী।

জোনাকের আলোয় পথ খুঁজে যায়,
যেখানে দিনের আলো পথ দেখায়।
তবুও দিনের আলো,

রাতের প্রহরী – মো: সাইফুল ইসলাম

মশারা অতি ভালো
রাতের প্রহরীদের জাগিয়ে রাখার
কাজে আছে ব্যস্ত।

বাদুরেরা কহে রাতের প্রহরীরা
মোদের ভাই মোদের সাথে
সারা রাত জেগে রয়।

শেয়ালেরা কহে রাতের প্রহরীরা মোদের ভাই, মোদের
ডাকে সারা দেয়।

মাঝে মধ্যে ফস ফসা ফস
সাপের শব্দ শুনতে পায়,
সাপেরা কহে ভয় পেয়ো না
তোমরা আমরা মিলে মিশে থাকতে চাই।

গভীর রাতে কদম ডালে হুতুম প্যাচার ডাক শুনে পিলে চমকে যায়।
হুতুম প্যাচা কহে, ভয় পেয়ো না তোমাদের সজাগ করে যায়।